তারিখ ... 27 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

যুগান্তর

জিপিএ-৫ : রেকর্ড সংখ্যক

আর বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা বলেছেন, ব্যাপকভিত্তিক মোটিভেশন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রম তদারকির ফসল এ ফলাফল। চট্টগ্রাম বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আতিকুর রহমান বলেন, নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দেয়া, পাসের হার কম হলে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিলের কঠোর হুঁশিয়ারিসহ নানা কারণে ভুলগুলোতে লেখাপড়ার ব্যাপারে শিক্ষকরা ছিলেন সচেতন। মূলত এসব কারণেই এবারের ফলাফল সন্তোষজনক হয়েছে। সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কারণেই এ ফলাফল করা সম্ভব হয়েছে। তিনি এই হার বা জিপিএ ৫ প্রাপ্তিকে অস্বাভাবিক বলতে নারাজ।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানরা যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ফলাফল তুলে দিচ্ছিলেন, একইভাবে সারাদেশেও একযোগে প্রকাশ পায় ফল। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান এবং পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ফল জানতে পেরেছে। তবে ইন্টারনেটে ও মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানতে অনেকেরই ঝক্কি পোহাতে হয়েছে বলে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন। একই সঙ্গে বাড়তি অর্থ আদায়ের অভিযোগও করেছেন অনেকে। মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরেজমিন দেখা যায়, কৃতিত্বে উচ্ছল শিক্ষার্থীরা আনন্দ-উল্লাস করছে। মিষ্টি বিতরণ, নাচ-গানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা উপভোগ করে দিনটি। ভালো ফল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা একাকার হয়ে আনন্দ-উল্লাস করেন। মূলত ফল জানতে সকাল থেকেই শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিড় করতে থাকেন।

সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৬৯.১১, রাজশাহী বোর্ডে ৫৮.৪১, কুমিল্লা বোর্ডে ৭২.৭৭, যশোর বোর্ডে ৬৮.০১, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬৯.৬১, বরিশাল বোর্ডে ৬৫.৬৩, সিলেট বোর্ডে ৭৮.৭১, দিনাজপুর বোর্ডে ৬৩.৫৮ ভাগ পাস করেছে।

এবার দিনাজপুর বোর্ডে প্রথমবারের মতো পরীক্ষা দেয় শিক্ষার্থীরা। গত বছর সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে পাসের হার ছিল ঢাকা বোর্ডে ৭৭ দশমিক ৮১, রাজশাহী বোর্ডে ৬৪ দশমিক ৮৯, কুমিল্লা বোর্ডে ৭৩, যশোর বোর্ডে ৭১ দশমিক ৪৩, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৭২ দশমিক ৬২, বরিশাল বোর্ডে ৬৮ দশমিক ৭৭ এবং সিলেট বোর্ডে ৫৩ দশমিক ৮৮ ভাগ। এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডে ৮২ দশমিক ০৬ এবং কারিগরি বোর্ডে ৬২ দশমিক ৮৮ ভাগ পাস করেছিল।

১০ বোর্ডের মধ্যে এবার সবচেয়ে বেশি পাস করেছে মাদ্রাসা বোর্ডে ৮৫ দশমিক ৮৫ ভাগ। আর এসএসসিতে সবচেয়ে বেশি পাস করেছে সিলেট বোর্ডে ৭৮ দশমিক ৭১ ভাগ। এ বোর্ডের পাসের হার গত বছরের তুলনায় নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল সবচেয়ে কম, ৫৩ দশমিক ৮৮ ভাগ। শুধু পাস নয়, জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতেও নাটকীয়তা ঘটেছে। গত বছর যেখানে এ বোর্ডে ৫৯২ জন জিপিএ-৫ লাভ করে, এবার সেখানে এ সংখ্যা তিনগুণের বেশি ১ হাজার ৮৯৬ জন। তবে অন্য বোর্ডে প্রাপ্তদের মধ্যে তেমন কোন হেরফের হয়নি। যথারীতি এবারও ঢাকা বোর্ডে সর্বোচ্চ ১৯ হাজার ৮৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এছাড়া রাজশাহী বোর্ডে ৪ হাজার ৪৭৪, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৪ হাজার ৫২৯, বরিশাল বোর্ডে ১ হাজার ৬৮৮, কুমিল্লা বোর্ডে ৪ হাজার ২০২, যশোর বোর্ডে ৪ হাজার ৭৬৭, সিলেট বোর্ডে ১ হাজার ৮৯৬ এবং দিনাজপুর বোর্ডে ৫ হাজার ২৯২ জন এ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। মাদ্রাসা বোর্ডে ১৬ হাজার ৩০৯ জন এবং কারিগরি (ভোকেশনাল) বোর্ডে ৬৪ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

ঢাকা বোর্ড

ঢাকা বোর্ডে এবার পরীক্ষা দেয় ২ লাখ ৩৯ হাজার ৫৬৬ জন। পাস করেছে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৫৭০ জন, পাসের হার ৬৯ দশমিক ১১ ভাগ। সবক'টি বোর্ডের মধ্যে এ বোর্ডে সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৯ হাজার ৮৬ জন। এছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর মধ্যে পেয়েছে ৪৯ হাজার ৩২১, জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ এর মধ্যে পেয়েছে ৩৫ হাজার ৯৬২, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ এর মধ্যে পেয়েছে ৩৩ হাজার ৭৭, জিপিএ-২ থেকে ৩ এর মধ্যে পেয়েছে ২৬ হাজার ৬৩৭ এবং জিপিএ-১ থেকে ২ এর মধ্যে পেয়েছে ১ হাজার ৪৮৭ জন। এ বোর্ডে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা ভালো ফল করেছে। ছেলেদের পাসের হার ৭১ দশমিক ২৫ ভাগ, মেয়েদের পাসের হার ৬৬ দশমিক ৯৩ ভাগ। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৮৯ দশমিক ০৭, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাসের হার ৭২ দশমিক ৩৩ এবং মানবিক বিভাগে পাসের হার ৫১ দশমিক ১২৩ ভাগ।

রাজশাহী বোর্ড

রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৫৮ দশমিক ৪১ ভাগ। ১ লাখ ১৩ হাজার ৭৭৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করে ৬৬ হাজার ৪৫৭ জন। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৪৭৪ জন। এছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর মধ্যে পেয়েছে ১৮ হাজার ৫৮০, জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ এর মধ্যে পেয়েছে ১৪ হাজার ৫৯৭, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ এর মধ্যে পেয়েছে ১৩ হাজার ৭১৭, জিপিএ-২ থেকে ৩ এর মধ্যে পেয়েছে ১৩ হাজার ৯০৮ এবং জিপিএ-১ থেকে ২ এর মধ্যে পেয়েছে ১ হাজার ১৮১ জন। পাসের হারের দিক থেকে ছাত্রী শতকরা ৬০ দশমিক ২৯ এবং ছাত্র ৫৬ দশমিক ২৮ ভাগ। বিজ্ঞান বিভাগে অংশ নেয় ৩২ হাজার ৮২৩ জন এবং পাসের হার ৭৮ দশমিক ৪৬, মানবিক বিভাগে অংশ নেয় ৬৭ হাজার ২১ জন এবং পাসের হার ৪৭ দশমিক ৪৯ ভাগ। বাণিজ্য বিভাগে মোট পরীক্ষার্থী অংশ নেয় ১৩ হাজার ৯৩৫ জন এবং পাসের হার ৬৩ দশমিক ৭০ ভাগ।

চট্টগ্রাম বোর্ড

এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৫২৯ জন আর পাসের হার ৬৯ দশমিক ৬১ ভাগ। এ বোর্ডে মোট ৬১ হাজার ৯৬৪ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৪৩ হাজার ১৩২ জন। পাসের হারের দিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা এগিয়ে রয়েছে। মেয়েদের পাসের হার যেখানে ৬৬ দশমিক ৮৪, সেখানে ছেলেদের পাসের হার ৭২ দশমিক ৪৮ ভাগ।

চট্টগ্রাম বোর্ডে এবার জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর মধ্যে পেয়েছে ১২ হাজার ৪, জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ এর মধ্যে পেয়েছে ৮ হাজার ৮৮৩, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ এর মধ্যে পেয়েছে ৯ হাজার ৩৩৬, জিপিএ-২ থেকে ৩ এর মধ্যে পেয়েছে ৮ হাজার ৬০ এবং জিপিএ-১ থেকে ২ এর মধ্যে পেয়েছে ৩২০ জন।

কুমিল্লা বোর্ড

কুমিল্লা বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিল ৮৮ হাজার ৩১৪ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৬৪ হাজার ২৬৬ জন। পাসের হার ৭২ দশমিক ৭৭। এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ২০২ জন। এছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর মধ্যে পেয়েছে ১৮ হাজার ৭৭৬, জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ এর মধ্যে পেয়েছে ১৪ হাজার ৮০০, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ এর মধ্যে পেয়েছে ১৪ হাজার ২২১, জিপিএ-২ থেকে ৩ এর মধ্যে পেয়েছে ১১ হাজার ৬৬২ এবং জিপিএ-১ থেকে ২ এর মধ্যে পেয়েছে ৬০৫ জন। এ বোর্ডেও মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা ভালো ফল করেছে। ছেলেদের পাসের হার ৭৬ দশমিক ৬৭ ভাগ। মেয়েদের পাসের হার ৬৮ দশমিক ৯৫ ভাগ। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৮৮ দশমিক ৩৫, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাসের হার ৭২ দশমিক ৩৩ এবং মানবিক বিভাগে পাসের হার ৫৮ দশমিক ৫৯ ভাগ।

বরিশাল বোর্ড

বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৬৫.৬৩ ভাগ। এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪৮ হাজার ৪৯৫ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৩১ হাজার ৮২৬ জন। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৬৮৮ জন। এছাড়া ৭ হাজার ৩৮১ জন জিপিএ ৪<৫, ৬ হাজার ২৩৭ জন জিপিএ ৩.৫<৪, ৬ হাজার ৮৮২ জন জিপিএ ৩<৩.৫, ৮ হাজার ৭৪৭ জন জিপিএ ২<৩ এবং ৮৯১ জন জিপিএ ১<২ পেয়েছে। এবার বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৮০ দশমিক ৫১, মানবিক বিভাগে ৫৬ দশমিক ২২ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৭১ দশমিক ৬১ ভাগ।

যশোর বোর্ড

যশোর বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৫ হাজার ২৬৪ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৭২ হাজার ২৭১ জন। পাসের হার ৬৮ দশমিক ০১ ভাগ। মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৭৬৭ জন। এছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর মধ্যে পেয়েছে ১৮ হাজার ৪৪০, জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ এর মধ্যে পেয়েছে ১৪ হাজার ৬১০, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ এর মধ্যে পেয়েছে ১৫ হাজার ৫৯৮, জিপিএ-২ থেকে ৩ এর মধ্যে পেয়েছে ১৭ হাজার ১৯১ এবং জিপিএ-১ থেকে ২ এর মধ্যে পেয়েছে ১ হাজার ৬৬২ জন। এ বোর্ডেও মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা ভালো ফল করেছে। ছেলেদের পাসের হার ৬৯ দশমিক ৯৯, মেয়েদের পাসের হার ৬৫ দশমিক ৮৫ ভাগ। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৮৬ দশমিক ২৫, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৭৬ দশমিক ১১ এবং মানবিক বিভাগে ৫৮ দশমিক ৯৬ ভাগ।

সিলেট বোর্ড

সিলেট বোর্ড এবার সার্বিক ফলাফলে রেকর্ড গড়েছে। এবারের পাসের হার শতকরা ৭৮ দশমিক ৭১ ভাগ। গত বছর ছিল ৫৩ দশমিক ৮৮, তারও আগের বছর ছিল ৪৭ দশমিক ২৭। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৮৯৬ জন। গতবছর ছিল ৫৯২ জন, যা গতবারের তিনগুণের বেশি। পরীক্ষায় সর্বমোট অংশ নেয় ৩৭ হাজার ৪০৮ জন। পাস করেছে ২৯ হাজার ৪৪৩ জন। এর মধ্যে ছেলে ১৪ হাজার ৬৫ ও মেয়ে ১৫ হাজার ৩৭৮ জন। পাসের হার যথাক্রমে শতকরা ৮০ দশমিক ৭২ ও ৭৬ দশমিক ৯৫ ভাগ। বিজ্ঞান বিভাগে ৮ হাজার ৫৭০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৭ হাজার ৫৪৯ জন, পাসের হার ৮৮ দশমিক ০৯। মানবিক বিভাগে ২৫ হাজার ৮৪৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১৯ হাজার ৩৮৪ জন, পাসের হার ৭৫ দশমিক ০১। ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে ২ হাজার ৯১৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২ হাজার ৫১০ জন, পাসের হার ৮৩ দশমিক ৮১ ভাগ।

দিনাজপুর বোর্ড

প্রথমবারের মতো এ বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ২ হাজার ১০১ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে ৬৪ হাজার ৯১৩ জন। পাসের হার ৬৩ দশমিক ৫৮ ভাগ। এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার ২৯২ জন। এছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর মধ্যে পেয়েছে ১৫ হাজার ১৩, জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ এর মধ্যে পেয়েছে ১২ হাজার ৮৭, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ এর মধ্যে পেয়েছে ১৩ হাজার ৪৪২, জিপিএ-২ থেকে ৩ এর মধ্যে পেয়েছে ১৭ হাজার ৬৯ এবং জিপিএ-১ থেকে ২ এর মধ্যে পেয়েছে ২ হাজার ১০ জন। এ বোর্ডেও মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা ভালো ফল করেছে। ছেলেদের পাসের হার ৬৬ দশমিক ২৯ ভাগ, মেয়েদের পাসের হার ৬০ দশমিক ৭৯ ভাগ। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৭৬ দশমিক ৯৭, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাসের হার ৭০ দশমিক ৮২ এবং মানবিক বিভাগে পাসের হার ৫৫ দশমিক ১৬ ভাগ।